দৈনিক ইনকিলাব 035

তারিখ 06 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

শহরে ছাত্র ভর্তি সমস্যা

ঢাকা-চট্টগ্রামে প্রতি বছরই জানুয়ারী মাসে ছাত্র ভর্তি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। পিতা-মাতা অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করা নিয়ে দারুণ সংকটে পড়ে, উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা ছুটে বেড়ায় এক স্কুল থেকে আর এক স্কুলে। অভিজাত কিংবা কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে ভর্তি করা যেমন দুরূহ তেমনি তার খরচ নির্বাহ করাও সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের সামর্থের বাইরে। অথচ গ্রামাঞ্চলের পরিসিথ্তি সম্পূর্ণ উল্টো। গ্রামের সক্লগুলোতে চাহিদা অনুযায়ী ছাত্র পাওয়া যায় না। কোথাও-কোথাও ছাত্র সংখ্যা হ্রাসও পাচ্ছে। স্কুলগুলো ভালভাবে পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ ছাত্র দরকার তা প্রায়ই পাওয়া যায় না। এর মূল কারণ, গ্রামীণ অর্থনীতির বিপর্যয়মুখী অবস্থা। জনগণের দারিদ্র্য সীমাহীন। ফলে সন্তান-সন্ততির লেখাপড়া করানো তাদের জন্য অসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া শিক্ষার আলোকবর্তিকাও গ্রামাঞ্চলে গিয়ে এখনো পৌঁছতে পারেনি।

কিন্তু শিক্ষা লাভের অধিকার প্রতিটি মানুষের সমান। দেশের যে কোন অঞ্চলের মানুষ সমানভাবে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা। কিন্তু এই প্রত্যাশা কার্যকরী তো হয়ইনি বরং শিক্ষা ক্ষেত্রে নেমে এসেছে বিশাল বৈষম্য। একদিকে সামর্থ রয়েছে স্কুলে ভর্তি করাতে কিন্তু পারছেন না। অন্যদিকে ইচ্ছা থাকলেও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দেয়ার সামর্থ নেই। শুধু ঢাকা-চট্টগ্রাম নয়, দেশের প্রায় সব শহরগুলোতেই বছরের শুরুতেই ছাত্র ভর্তি একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রতিনিয়তই লোকসংখ্যা বাড়ছে। অথচ সে হিসেবে নতুন স্কুল গড়ে উঠছে না। এবং সে কারণে স্কুলগুলো বাধ্য হয়ে শুধু সেকশন বাড়িয়ে চলেছে। এতে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। পড়াশুনার মানও নষ্ট হচ্ছে। শিক্ষকরা বাণিজ্যিক মন নিয়ে স্কুলের সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন। ছাত্রদের পাস করতে হলে প্রাইভেট পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পরিকল্পিতভাবে যদি শহরে বেশ কিছু ভালো এবং বড় ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে ভর্তি সংকট সহজেই হ্রাস পারে বলে আমরা মনে করি।

—মোজহারুল হক (বাবুল)